দৈনিক বাংলা

19 SEP 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 ... কলাম ... 1 ... ...

37

দৈনিক বাংলা
ঢাকা : শনিবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৯৪ : ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রমে বিশৃংখলা ও জটিলতা দূর করার ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিল কয়েকটি প্রস্তাব নিয়েছেন। একটি হচ্ছে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে কোন শিক্ষক অযথা সময় ব্যয় করলে তার নাম সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার করা হবে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর একটি প্রস্তাবও কাউন্সিলের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বদলে বিভাগগুলোর হাতে এই ক্ষমতা তুলে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে অনিয়ম শুরু হয়েছে আজ পর্যন্ত তার অবসান তো ঘটেই নাই বরং তা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। ভয়াবহ সেশনজট ছাত্রদের শিক্ষাকালকে দু থেকে তিন বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের ও তাদের অভিভাবকদের দুর্ভাবনা ও ব্যয়। সেশনজট প্রধানত সৃষ্টি হয়েছে দফায় দফায় দীর্ঘস্থায়ী অনির্ধারিত অবকাশের ফলে। তবে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব করার বিষয়টিও ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটানো এবং তার পরিণামে সেশনজটের একটি বড় কারণ। পরীক্ষা নেয়ার এক বছরের মধ্যেও ফল প্রকাশ পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা বিরল নয়। এর ফলেও ছাত্র-ছাত্রীরা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—তাদের ছাত্রজীবন অহেতুক দীর্ঘায়িত হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি কোন শিক্ষক পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে গাফিলতি করেন তাহলে তাদের নাম প্রচারের যে সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিল নিয়েছেন আমাদের মতে তা ঐ শিক্ষকদের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করবে। ভেতরের থেকে তাগিদ যখন আসে না তখন বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে বৈ কি?

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর হাতে পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব দানের প্রশ্নটি বিবেচনা করা উচিত। এই ব্যবস্থাটি বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদে চালু তো রয়েছেই, সেখানে যদি কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে তা কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রবর্তন করতে বাধা কোথায়?

তবে সমস্যা এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রমে নানারকম জটিলতা বিদ্যমান। সেখানে নিয়মিত ক্লাস হয় না, শিক্ষকরা ক্লাস গ্রহণে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন—এমন অভিযোগ আমরা প্রায়ই শুনি। তেমনি ছাত্রদেরও ক্লাসবিমুখতার কথা শোনা যায়। এই প্রবণতা অবশ্যই দূর করতে হবে। আমরা চাই—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হোক, প্রথমবার নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা হোক, যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হোক, সেশনজটসহ শিক্ষাকার্যক্রমের যাবতীয় বিশৃংখলা ও অনিয়মের অবসান হোক।